যুগান্তর

তারিখ ... ২ মার্চ ২০১৩ ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৫ ...

বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষকরা চাঁদাবাজিতে জর্জরিত

তাদের বেতন থেকে কেটে নেয়া হচ্ছে সাড়ে ১৩ কোটি টাকা

মুসতাক আহমদ

চাঁদাবাজিতে জর্জরিত বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষকরা। বিগত কয়েক বছর ধরে দেশের ২২ সহস্র ধিক বিদ্যালয়ের লক্ষাধিক শিক্ষক বিভিন্ন সময়ে নানা খাতে চাঁদা দিচ্ছেন। কখনো আন্দোলন-সংগ্রামের নামে। আবার কখনো চাকরি জাতীয়করণের প্রক্রিয়ার নামে। এবার খোদ সরকারই চাঁদাবাজি করছে তাদের থেকে। জানা গেছে, এসব শিক্ষকের প্রত্যেকের কাছ থেকে সরকার দেড় হাজার টাকা করে কেটে নেবে। এর ফলে সর্বমোট আদায় হবে সাড়ে ১৩ কোটি টাকা। এ নিয়ে দেশব্যাপী সাধারণ শিক্ষকদের মধ্যে ক্ষোভ-অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়েছে।

বিস্ময়ের ব্যাপার হল, সিদ্ধান্ত আর সরকারি আদেশের বিষয়টি জানেন না মন্ত্রণালয়ের খোদ মন্ত্রী। সোমবার রাতে যোগাযোগ করা হলে গোটা বিষয় শোনার পর প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী ডা. আসাদুজ্জামান রিপন যুগান্তরকে জানান, যদি টাকা কেটে নেয়া হয় সেটা বেসরকারি শিক্ষক কল্যাণ ট্রাস্টে জমা থাকবে। সেখানে তাদের প্রতিনিধিও রয়েছে। তাদের মাধ্যমেই তা ব্যয় হবে।

উল্লেখ্য, ১৬ মে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন উপসচিবের স্বাক্ষরে অর্থ কেটে নেয়া সংক্রান্ত আদেশটি জারি হয়। অন্যান্য আদেশ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে দেয়া হলেও এটি দেয়া হয়নি। আদেশে বলা হয়, 'উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোক্ত স্মারকের বরাতে নির্দেশিত হয়ে বাংলাদেশ বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির মতপ্রণোদিত প্রস্তাব এবং বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন ইউনিটের সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে অবসর গ্রহণকারী/মৃত্যুবরণকারী/পদত্যাগী রেজিস্টার্ড বেসরকারি শিক্ষকদের প্রাপ্য পরিশোধের সুবিধার্থে চাকরিরত শিক্ষকদের মাসিক বেতন-ভাতা অর্থাৎ এমপিও হতে নির্দিষ্ট কর্তনের অতিরিক্ত হিসেবে রেজিস্টার্ড বেসরকারি শিক্ষক কল্যাণ ট্রাস্টের অনুকূলে মার্চ মে ২০১৩ মাসে শিক্ষক প্রতি ৫০০/- টাকা হারে কর্তনের অনুমতি প্রদান করা হ'ল।'

বেসরকারি শিক্ষকরা বলছেন, তাদের নির্দিষ্ট কর্তনের অধীনে কল্যাণ ট্রাস্টে বেতনের ২ ভাগ হারে দিয়ে থাকেন। তাদের মধ্যে সরকারী শিক্ষকরা ৫৩শ' আর প্রধান শিক্ষকরা ৫৫শ' টাকা ছেড়ে বেতন পেয়ে থাকেন। এর বাইরে আরও ৩শ' ভাতা পেয়ে থাকেন অনেকেই। নাম প্রকাশ না করে দেশের অন্তত ১০টি জেলা থেকে শিক্ষকরা অভিযোগ করেন, ৯ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী তাদের চাকরি জাতীয়করণের ঘোষণার পর টাস্কফোর্স, উপজেলা যাচাই কমিটি, জেলা যাচাই কমিটিকে মানেজ করার লক্ষ্যে চাঁদাবাজির শিকার হয়েছেন। এর আগে প্রধানমন্ত্রীর সম্মেলনের জন্য চাঁদা দিয়েছেন। তারও আগে আন্দোলন-সংগ্রামের জন্য চাঁদা দিয়েছেন। এই চাঁদা ব্যক্তির বাইরে বিদ্যালয় প্রতি দিতে হয়েছে। এভাবে বিভিন্ন চাঁদা দিয়ে তারা অনেকেই ফতুর হওয়ার পথে। এ অবস্থায় সরকারিভাবে চাঁদা আদায়ের পরিপ্রেক্ষিতে তারা প্রশ্ন করেছেন, এ বিষয়টি আগেই সরকার প্রধান জানেন কিনা। যদি সরকার প্রধান জানেন, তাহলে তারা চাঁদা দিতে রাজি আছেন। তাছাড়া বিষয়টি ব্যাপকভাবে প্রচারও করা হয়নি। ফলে সব শিক্ষক জানবেনই না তারা কেন টাকা কম পেলেন। নামপ্রকাশ না করে কয়েকজন শিক্ষক নেতা জানান, ৯ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রীর অনুষ্ঠানেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি যেখানে ভেঙে দিলেন, সেখানে তাদের কথায় কিভাবে টাকা কেটে নেয়ার মতো সিদ্ধান্ত হয়। আর এটা বিদ্যমান সব শিক্ষক সংগঠনের মধ্যে আলোচনা না করে কেন সিদ্ধান্ত নেয়া হল এ ব্যাপারে জানতে বিলুপ্ত ঘোষিত বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক জামিনুল ইসলাম চৌধুরী জানান, কল্যাণ ট্রাস্টে সরকারের ফান্ড নেই।